W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 104 /WBHRC/SMC/2017

Date: 10 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Eaisamay' a Bengali daily dated 10.03.2017, captioned ' রোগীমৃত্যুতে প্রশ্ন তুলে মার খেলেন মৃতের পরিজনই'

The Chief Medical Officer of Health, Paschim Medinipur is directed to file a report by 12th April, 2017.

The Superintendent of Police, Paschim Medinipur is also directed to furnish a report enclosing thereto :

(a) statement of the family members of the victim;

(b) copy of FIR, if any;

(c) copies of medical papers from the victims family.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 10.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

রোগীমৃত্যুতে প্রশ্ন তুলে মার খেলেন মৃতের পরিজনই

সুপারের ঘরে বিক্ষোভ মৃতের আত্মীয়দের — নিজস্ব চিত্র

এই সময়, মেদিনীপুর: চিকিৎসার গাফিলতির জেরে রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করে হাঙ্গামা করছিলেন মৃতের আত্মীয়-পরিজন। হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা তাঁদের পাল্টা মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে উত্তাল হয়ে ওঠে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। বৃহস্পতিবার সকালে রোগীর পরিবার মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানা এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানায়। দোষীদের শাস্তির দাবিতে কংগ্রেস কাউন্সিলর সৌমেন খানের নেতৃত্বে রোগীর পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতাল সুপারের ঘরের মধ্যে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান। পরে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পঞ্চানন কুণ্ডু ঘটনার তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। জেলাশাসক তথা মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান জগদীশপ্রসাদ মিনা বলেন, 'ঘটনার কথা শুনেছি। কলেজের অধ্যক্ষকেও বিষয়টি ভালো করে তদন্ত করতে বলা হয়েছে।'

গত ৮ মার্চ রাতে মেদিনীপুর শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুজাগঞ্জের বাসিন্দা বছর ৩৬-এর সুজিত পালকে পেটের যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরের দিন সকালে তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন বলে দাবি পরিবারের। কিন্তু রাতে হঠাই তাঁর পেটে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

অভিযুক্ত হবু ডাক্তাররা

মৃতের দাদা চন্দ্রশেখর পাল বলেন, 'ডিউটিতে থাকা নার্স এবং জুনিয়র ডাক্তারদের বলতে গেলে, তাঁরা কেউই আমাদের কথাকে কোনও গুরুত্ব দেননি। চিকিৎসার গাফিলতিতেই আমার ভাই মারা গেল। ভাইয়ের মৃত্যুর পর জুনিয়র ডাক্তারদের কাছে মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে, ওঁরা আমাদের গালিগালাজ করতে শুরু করেন। আমরা তার প্রতিবাদ করি। তার পর বেশ কিছু জুনিয়র ডাক্তার এসে আমাদের মারধর করেন। ঘটনার সময় হাসপাতালে মোতায়েন পুলিশকর্মীরা জুনিয়র ডাক্তাদের বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়। সেই সময় মৃতদেহ রেখেই পালিয়ে আসে বাধ্য হই আমরা।'

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকার কাউন্সিলর সৌমেন খান হাসপাতালে যান। জড়ো হয়ে যায় তাঁর সমর্থকরা। হাসপাতালের নতুন বিল্ডিং থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতাল সুপারের ঘরে। কিন্তু সেই সময় সুপার না থাকায় অভিযোগ শোনেন ডেপুটি সুপার পবিত্রকুমার মণ্ডল। তাঁর কাছে কাউন্সিলর বারবার জানতে চান, হবু চিকিৎসকদের এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নেবেন? কিন্তু তিনি সদুত্তর না দিতে পারায় অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করার দাবি জানানো হয়। দীর্ঘক্ষণ টালবাহানার পর অধ্যক্ষ পঞ্চানন কুণ্ডু হাসপাতাল সুপারের ঘরে আসেন। সব অভিযোগ শোনেন তিনি। এর পর রোগীর পরিজন এবং ওই কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে হাসপাতালে থাকা সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হয়। পরে সৌমেন খান বলেন, 'সিসিটিভি ফুটেজে জুনিয়র চিকিৎসকদের জমায়েত হওয়ার প্রমাণ মিলেছে। ঘটনার জায়গায় সিসিটিভি না থাকায় সবটা দেখা যায়নি। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পঞ্চানন কুণ্ডু বলেন, 'পুরো ঘটনার কথা শুনেছি। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।'